কালের কণ্ঠ

তারিখ 12.7 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা শুরু ১ মার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে আগামী ১ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তিনটি বিভাগে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে গতকাল বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

মন্ত্রী জানান, ভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির দৈনন্দিন বিজ্ঞান, নবম-দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান, গণিত ও কম্পিউটার এবং বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ—এ চারটি বিষয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি বিষয়ে ৫০ নম্বরের মেধা যাচাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রতিটি পর্যায়ে তিনটি গ্রুপে চারটি বিষয়ে একজন করে সেরা শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ উদ্যোগে আয়োজন করে সেরা ১২ জনের নাম উপজেলা শিক্ষা অফিসে পাঠাবে। এরপর প্রতি উপজেলার সেরা ১২ জন জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। প্রতি জেলার সেরা ১২ জন বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সাত বিভাগের ৮৪ জন ও ঢাকা মহানগরীর ১২ জন অর্থাৎ মোট ৯৬ জন জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। এখান থেকে চার বিষয়ে একজন করে তিনটি গ্রুপে মোট ১২ জনকে বছরের সেরা মেধাবী নির্বাচন করা হয়।

মন্ত্রী জানান, উপজেলা পর্যায়ে সেরা ১২ জনের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা, জেলা পর্যায়ে সেরা ১২ জনের প্রত্যেককে দেড় হাজার টাকা, বিভাগীয় পর্যায়ে সেরা ১২ জনের প্রত্যেককে দুই হাজার টাকা করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। আর জাতীয় পর্যায়ের সেরা ১২ জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে এক লাখ টাকা পুরস্কার প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারী অবশিষ্ট ৮৪ জনের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এই প্রতিযোগিতা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হলেও উপজেলা পর্যায়ে ১-৩ মার্চ, জেলা পর্যায়ে ৭-৯ মার্চ, বিভাগীয় পর্যায়ে ১২-১৫ মার্চ, ঢাকা মহানগর পর্যায়ে ১৬-১৯ মার্চ এবং জাতীয় পর্যায়ে ২২ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।

২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এবার শিক্ষাপদ্ধতিতে এটি যুক্ত করা হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দিকে নজর দেওয়ার জন্য এ আয়োজন করা হচ্ছে।